. **কখন ও কেন মুসলিম লিগের উৎপত্তি ঘটে ?** (ক. বি. ২০০৭)

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মুসলমানদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হতে শুরু করে। ভারতীয় জনতার দ্বিতীয় বৃহত্তর অংশ এবং ভারতীয় রাজনীতি ও সংস্কৃতির সাথে বিগত সহস্রাধিক বৎসর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই গোষ্ঠী ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে সরে যায়। এই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা কোনও নির্দিষ্ট পথ বা ধারায় অগ্রসর হয়নি। এর উপাদানের মধ্যেও ছিল বৈচিত্র্যের উপস্থিতি। ধর্ম রাজনীতি সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিবিধ উপাদান নানা সময়ে এবং নানারূপে সক্রিয় থেকে বিচ্ছেদের ধারাকে ক্রমশ স্পষ্ট করেছিল। তবে কোনও বিশেষ উপাদানকে হিন্দু মুসলমান বিরোধী বা বিচ্ছেদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দায়ী করা উচিত নয়।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠার শুরুতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা প্রশংসনীয় ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পরিচয় দিয়েছিলেন। বদরুদ্দিন তোয়াবাজির নির্বাচনে হিন্দু ও পার্সিরা প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। তা সত্ত্বেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে কংগ্রেসের পতাকায় তুলে আনা সম্ভব হয়নি। এই ক্ষেত্রে আলিগড় আন্দোলনের প্রবক্তা স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ খানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

Scanned with CamScanner

তিনি শিক্ষিত মুসলমানদের প্রকাশ্যেই প্রচার করেন যে, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। তাই প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের বর্জন করা উচিত। অমলেশ ত্রিপাঠি বলেছেন মিরাটে একটি ভাষণে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ খানই প্রথম দ্বিজাতি-তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন।

সৈয়দ আহ্‌মেদ খানের এই মানসিকতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে লর্ড ক্রুশের আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি প্রবর্তন করে। রিজলে ১৯০১ সালের আদমসুমারিতে ভারতীয় সমাজের বহুমুখিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সতর্ক করে দেন যে ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে উচ্চবর্গের হিন্দুদের আধিপত্য বজায় থাকবে। রিজলে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মগোষ্ঠীর জন্য আলাদা প্রতিনিধিত্ব সুপারিশ করেন।

১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ খানের ঘনিষ্ঠ অনুগামী ভিকার উল মুলক লক্ষ্ণৌ-এর হামিদ আলি খানের বাড়িতে মুসলমান নেতাদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভার পরই বিহারের মুসলমান নেতা আলি ইমান বলেন, 'আমরা যারা সভায় অংশ নিয়েছিলাম তারা সকলেই আমাদের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম'। ১৯০২ সালে মোরাদাবাদে এরকম আরও দু'টি সভা হয়। কিন্তু একটি সংগঠন তৈরির বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। ১৯০৩ সালে ভিকার উল মুলক্ যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়ান এবং মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেন। সাহারানপুর এবং অপর এক স্থানে দুটি রাজনৈতিক সমিতি গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে অক্টোবর মাসে ভিকার উল মুলক্ *Pioneer* পত্রিকার সম্পাদককে এই কথা জানান যে, 'সংখ্যালঘু হিসাবে আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের কতকগুলি নিজস্ব চাহিদা আছে এবং সেগুলি সরকারের কাছে হাজির করার জন্য আমাদের কিছু উপায় বার করা দরকার।' ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারের মুসলমান প্রতিনিধিরা লক্ষ্ণৌতে মিলিত হন এবং একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির ব্যাপারে একমত হন। ভিকার উল-মুলক্, গোলাম-ইস্ সাখলিন এদের মতো শিক্ষিত মুসলমান থেকে শুরু করেন লক্ষ্ণৌ-এর তালুকদাররা পর্যন্ত সকলেই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত উচ্চবর্গের মুসলমানেরা প্রবল সরকারি আনুকূল্য পেয়েছিল। ফ্রান্সিস রবিনসন তাঁর *Separation Among Indian Muslim* গ্রন্থে বলেছেন, উচ্চপদস্থ ইংরেজ আমলারা যুক্তপ্রদেশের উচ্চবর্গীয়

Scanned with CamScanner

মুসলমানদের প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন, ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন, উর্দু ভাষা আক্রান্ত এবং ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক প্রভাব মুক্ত করতে হিন্দুরা বদ্ধপরিকর।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল উন্মাদনার মধ্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ফাটল সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে মহম্মদ ইউসুফ, লিয়াফত হোসেন, আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনাভি, দেদার বক্স, হাসান জান প্রমূখ মুসলমান নেতারা স্বদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডেনিসন রস, স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলে সহ আরও অনেকে মন্তব্য করেন যে, মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের ঘনিষ্ট হয়েছিল।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ও মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র এবং মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশ আমলাশ্রেণি প্রথম থেকেই ভারতবাসীর ভাষা ও জাতিগত ভেদাভেদ ভিত্তি করে এ দেশে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছিল। ঐতিহাসিক বিপিনচন্দ্র সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসারে সমকালীন কিছু লেখকের বিভ্রান্তিমূলক ইতিহাস চর্চাকে আংশিক দায়ী করেছেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ ও তাঁদের প্রভাবিত কয়েক জন ভারতীয় লেখক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্ম ও জাতিগত কাল বিভাজন করে, যেমন—হিন্দু যুগ-মুসলিম যুগ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদকে পুষ্ট করেছেন এঁরা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বৃত্তিগত বিভাজনের পরিবর্তে ধর্ম বা জাতিগত বিভাজন সৃষ্টি করে এঁরা ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির ধারাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন।

ঢাকার সম্মেলনে মুসলিম লিগের কতকগুলি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—(ক) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য অক্ষুন্ন রাখা; (খ) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও অধিকারগুলির সংরক্ষণ সম্প্রসারণ করা; এবং (গ) লিগের অন্যান্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিঘ্নিত না করে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির প্রতি সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখা। সিমলা ডেপুটিশনের পেছনে তথা মুসলিম লিগ তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে নিয়েছিলেন ভাইসরয় মিন্টোর একান্ত সচিব। তিনিই ছিলেন মুসলমান প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত যোগসূত্র। বস্তু স্বদেশী আন্দোলন দুর্বল করা তাগিদেই ব্রিটিশ আমলরা একটি মুসলিম সংগঠন তৈরির বিষয়ে উদ্যোগী হন।

Scanned with CamScanner

হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। সিমলা বৈঠকে সমবেত প্রতিনিধিরাও একটি সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। আগা খাঁ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'সিমলা বৈঠকে যোগদানকারী মুসলমান নেতারা একমত হয়েছিলে যে, একটি স্বতন্ত্র সংগঠন ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার উপরেই তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।' সমসাময়িক পত্রিকায় আমির আলি মুসলমানদের জন্য স্বাতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের কথা লেখেন। নবাব সলিমউল্লাহ্ 'দ্যা মুসলিম অন ইন্ডিয়া কনফেডজারেসি' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সংকল্প ইস্তাহার মারফত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করেন। অতঃপর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় এক সম্মেলনের আহ্বান করে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ' গঠন করা হয়। লীগের যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হন মহসীন উল মুলক্ ও ভিকর উল্ মুলক্। জন্মলগ্নে লিগের তিনটি লক্ষ্যের কথা প্রচার করা হয়—(ক) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বোধের প্রসার; (খ) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিনীতভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরা; এবং (গ) উপরোক্ত দু'টি লক্ষ্য আদৌ বিঘ্নিত না করে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি মুসলমানদের সদ্ভাব রক্ষা করা।

Scanned with CamScanner